গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর

বেসরকারি কলেজ শাখা

www.dshe.gov.bd

ঢাকা

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.১৯৯ তারিখ: ৬ বৈশাখ ১৪২৯

১৯ এপ্রিল ২০২২

বিষয়: **সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শাহজালাল মহাবিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের প্রভাষক মোঃ আব্দুল মতিন কর্তৃক অবৈধভাবে উক্ত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গভর্নিং বডির সহযোগিতায় সরকারি খাতের ও বিভিন্ন ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ**

সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শাহজালাল মহাবিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের প্রভাষক মোঃ আব্দুল মতিন কর্তৃক অবৈধভাবে উক্ত মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গভর্নিং বডির সহযোগিতায় সরকারি খাতের ও বিভিন্ন ফান্ডের কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ করেন এলাকাবাসীর পক্ষে মোঃ আলাল হোসেন রানা, পিতা-হাজী ছালিম উল্লাহ, গ্রাম- পাড়ারগাঁও, ডাকঘর-গোবিন্দবাজার, উপজেলা-জগন্নাথপুর, জেলা-সুনামগঞ্জ, মোবাইল- ০১৭১১৯১০০৮৯।

বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামত সহ প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপপরিচালক (কলেজ) , মাউশি, আন্চলিক কার্যালয়, সিলেটকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তদন্ত কর্মকর্তার মতামত: "আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করি। উক্ত তদন্ত কার্যক্রমে অভিযাগেকারী মা: আলাল হাসেন রানা-র নিকট পিয়ন মারফত তদন্তের নাটেিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি নাটেিশ গ্রহণ করেননি এবং তদন্ত কার্যে উপস্থিত হননি। এতদস্বত্তেও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ও উপস্থিত শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ০৫ (পাঁচ) জন শিক্ষার্থীর মৌখিক জবানবন্দী গ্রহণ করি। শিক্ষার্থীরা জানায় যে, তারা তাদের শিক্ষক এবং অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল মতিনের বিরুদ্ধে এধরনের অভিযাগে কখনও শানেনি। তবে শিক্ষকদের মধ্যে ১ নং সাক্ষী ছাড়া অপর ১১ (এগার) জনই এই অভিযাগের ভিত্তি রয়েছে বলে তাদের লিখিত বক্তব্যে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তারা কোন প্রমাণ দেখাতে পারেননি। তারা একটি মাত্র প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, ২০১১ সালে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করেছিল যা ইউটিউবে 'শাহজালাল কলেজ, জগন্নাথপুর' লিখে সার্চ দিলেই দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া জনাব আব্দুল মতিন যদিও এম.পি.ও শীটে প্রভাষক, সমাজবিজ্ঞান হিসাবে এম.পি.ও ভুক্ত রয়েছেন, তথাপি তিনি কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২৭.০৪.২০০৩ খ্রি. তারিখের তৎকালীন অর্গানাইজিং কমিটির একটি নিয়াগেপত্র এবং ২৮.০৪.২০০৩ খ্রি. তারিখের একটি যাগেদানপত্র রয়েছে। আবার কলেজ এম.পি.ও ভুক্তির পর গভর্নিং বডির রেজুলেশন-এর মাধ্যমে ২২.১২.২০১০ খ্রি. তারিখের একটি নিয়াগেপত্র ও ২৬.১২.২০১০ খ্রি. তারিখের একটি যাগেদানপত্রও রয়েছে, যা কাম্য অভিজ্ঞতা না থাকার তৎকালীন প্রচলিত জনবল কাঠামাে ও এম পি ও নীতিমালা সমর্থন করে না"

এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিষয়ে তদন্ত কর্মকর্তার পর্যবেক্ষণ ও মতামত বিশ্লেষণ পূর্বক পরিলক্ষিত তথ্যের প্রেক্ষিতে ০৩(তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য অধ্যক্ষকে অনুরোধ করা হলো এবং একই বিষয়ে গভর্নিং বডির সভাপতিকে ০৩(তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৯-৪-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক

বিতরণ :
১) সভাপতি, গভর্নিং বডি, শাহজালাল মহাবিদ্যালয়,
সুনামগঞ্জ।
২) অধ্যক্ষ, শাহজালাল মহাবিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.১০৫.২৭.০২০.১৯.১৯৯/1

তারিখ: ৬ বৈশাখ ১৪২৯
১৯ এপ্রিল ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক, পরিচালক (দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল), দুর্নীতি দমন কমিশন

১৯-৪-২০২২
মোঃ আবদুল কাদের
সহকারী পরিচালক